সূচিপত্র

শুরুর আগে	১১
কিছু ইঙ্গিত, কিছু ইশারা	১৫
বিদায়ের ক্ষণে, সাহাবিদের সনে	২০
আয়িশার ঘরে নবিজি	২৭
অন্তিম খুতবা	৩০
বিষের প্রভাব	৩২
শেষ ইমামতি	৩৫
অন্তিম অসিয়ত	৪০
আসবে না আর ওহি	৪৬
অনন্ত পথে যাত্রা	৫১
মন মানে না তবু...	৫৫
শেষ বিদায়	৬২
বিচ্ছেদের কান্না	৭১
শেষ কথা	৭৫
গ্রন্থপঞ্জি	৭৭

শুরুর আগে

এ বইটি রচিত হয়েছে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস ও সাহাবিদের বর্ণনার আলোকে। নবিজির অসুস্থতার সময় থেকে শুরু করে দুনিয়া থেকে তার বিদায় পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা বিভিন্ন পর্বের মাধ্যমে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় দুয়েকটি হাদিসের অংশবিশেষ একাধিকবারও আমরা দেখতে পাব। তবে সেটা কোনোভাবেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়, প্রসঙ্গের বাইরেও নয়।

লেখক এতে কেবল গ্রহণযোগ্য তথা সহিহ ও হাসান হাদিস এনেছেন। কোনো জইফ বা দুর্বল হাদিস আনেননি। প্রতিটি হাদিসের সনদের মানও তিনি উল্লেখ করেছেন, কেবল *সহিহুল বুখারি* ও *সহিহ মুসলিমের* হাদিসগুলো ছাড়া। কেননা এ-দুটি গ্রন্থের হাদিসের মান উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য উপদেশমূলক গ্রন্থগুলোতে সাধারণত কেবল গ্রহণযোগ্য হাদিস উল্লেখের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা হয় না; বরং তারচেয়ে নিম্নস্তরের হাদিসও আনা হয়। তবে এই গ্রন্থ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় ফিলিস্তিনের উসুলুদ্দিন অনুষদের হাদিস ও উলুমুল হাদিস বিভাগে অধ্যয়নকালে রচনাটি প্রস্তুত করা হয়। তারপর অন্যান্য গবেষণাপত্রের সঙ্গে এটিও জমা দেওয়া হয়। সময়টা ছিল ১৪১৭ হিজরি।

পুস্তক আকারে জনসাধারণের মাঝে প্রকাশের আগে লেখক এটি আরও একবার নিরীক্ষণ করেন। বেশ কিছু জায়গায় করেন সংশোধন ও পরিমার্জন। কয়েকটি হাদিসের সনদ দুর্বল প্রতীয়মান হওয়ায় সেগুলো বাদ দেন। যদিও কোনো কোনো আলিমের দৃষ্টিতে এই ধরনের রচনায় এমন হাদিস গ্রহণে আপত্তি নেই। দ্বিতীয়বার

নিরীক্ষণে তিনি যুক্ত করেন আরও কিছু হাদিস। কিছু কিছু বর্ণনার সূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে সংস্করণের নাম পরিবর্তন করেন। অবশেষে রচনাটি আলোর মুখ দেখে।

লেখক রচনাটির নাম দেন, وَأَظْلَمَتِ الْمَدِيْنَةُ তথা 'মদিনা ছেয়ে গেছে আঁধারে'। এই নামের উৎস হলো আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর সেই হাদিস, যেখানে নবিজির বিদায়ে মদিনা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার কথা উঠে এসেছে।

রচনাটিতে সর্বমোট ১২টি পাঠ ও একটি পরিশিষ্ট রয়েছে।

প্রথম পাঠে উঠে এসেছে নবিজির বিদায়-মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার আলামতগুলো, যেগুলো থেকে সাহাবিরা নবিজির বিদায়ের বিষয়টি অনুমান করতে পেরেছিলেন।

দ্বিতীয় পাঠে উঠে এসেছে নবিজির ইন্তেকালের ব্যাপারে সাহাবিদের পর্যায়ক্রমে জানানোর বিষয়টি। এতে আছে নবিজির সূক্ষ্ম ইঙ্গিত-সূচক কথাবার্তা, চোখের চাহনি ও নীরবতা। যা থেকে সাহাবিরা বুঝতে পারছিলেন, তার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। বন্ধুত্বের দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি করতে যাচ্ছে অলঙ্ঘনীয় বিচ্ছেদ।

এই সময়টাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইঙ্গিত-সূচক কথা বলতেন বেশি। সুস্পষ্ট কথা কম বলতেন। যেন মনের মাঝে অনেক কথা লুকিয়ে রেখে বন্ধুদের বিচক্ষণতার ওপর নির্ভর করে আছেন তিনি। যেন বলতে চাইছেন, নীরবতা থেকে বুঝে নাও আমার অব্যক্ত কথা।

বিষয়টি সাহাবিদের ধীরে ধীরে জানানোর পেছনে কারণ ছিল—তারা কখনো নবিজিকে হারানোর কথা ভাবতে পারতেন না। মনে এমন ভাবনার উদয়ও হতে দিতেন না। যতই প্রস্তুতি চলুক, যখনই তারা এমন কিছুর ইঙ্গিত পেতেন, তখনই ভেঙে পড়তেন কান্নায়। মূর্ছা যেতেন অমোচনীয় শোকে।

তৃতীয় পাঠে উঠে এসেছে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে নবিজির অবস্থান গ্রহণের কথা। যাতে সেখানে তাকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয় এবং এই সময়টাতে নবিজি তাকে পাশে পান। আয়িশা ছিলেন নবিজির প্রিয়তম স্ত্রী।

নবিজি তার সাথে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। আয়িশাও তার মনোভাব খুব সহজে এবং অন্যদের চেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারতেন। তাকে তিনি অন্যদের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। আর এজন্যই নবিজি তার ঘরে অবস্থানের জন্য অন্য স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চান। তারাও তাকে সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দেন।

চতুর্থ পাঠে লেখক নবিজির অন্তিম বক্তব্য তুলে ধরেন। যে বক্তব্য থেকে সাহাবিরা বুঝে নিয়েছিলেন বাস্তবতার স্বরূপ। যেখানে এক মুহূর্তের জন্যেও তারা নবিজির বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারতেন না, সেখানে কেমন হতে পারে হাশর অবধি বিচ্ছেদের বিরহ!

বিদায়ের ক্ষণে, সাহাবিদের সনে

ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে বিদায়বেলা। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের তার মৃত্যুর ব্যাপারে অবগত করতে চাইলেন। শুরু হোক মনকে মানিয়ে নেওয়ার যুদ্ধ। ইঙ্গিত দিতে শুরু করেন নবিজি। তবু কি তাদের প্রাণে সয়? যখনই নবিজির কাছ থেকে ইশারা পেতেন, গলা ধরে আসত তাদের, কান্নায় ভেঙে পড়ত মন। বুকের ভেতর যেন বেদনার অনন্ত পাহাড়, বিরহের দহনে তা বিগলিত হতো ক্রমাগত। অনবরত চোখের পানি জোগালি দিত বুক চিরে বেরিয়ে আসা সেই দহনে।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন আবু মুওয়াইহিবা রাযিয়াল্লাহু আনহু। তার বর্ণনা থেকে জানা যায়, দুনিয়ার মোহ ছেড়ে নবিজি বেছে নিয়েছিলেন জান্নাতের সুশীতল সুধা, বেছে নিয়েছিলেন রবের সান্নিধ্য—

এক রাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললেন। তারপর বললেন, 'আবু মুওয়াইহিবা, জান্নাতুল বাকিতে যারা শায়িত রয়েছে, আমাকে তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলা হয়েছে।

এ কথা বলে তিনি দুহাত তুলে তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন।

তারপর বললেন, তোমাদের দিনকাল যেন এই লোকদের দিনকালের চাইতেও সুখময় হয়। একের পর এক ফিতনা ধেয়ে আসছে অমাবস্যার রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারের মতো। আগের ফিতনার চেয়ে পরেরটা আরও বেশি ভয়াবহ।

আবু মুওয়াইহিবা, আমাকে একদিকে দুনিয়ার তাবৎ সম্পদের চাবি ও তাতে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ এবং তারপর জান্নাত লাভের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে রাখা হয়েছে আল্লাহর সাক্ষাৎ ও জান্নাত লাভের সুযোগ।'

আবু মুওয়াইহিবা বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! আপনি প্রথমে দুনিয়ার তাবৎ সম্পদের চাবি ও তাতে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ নিন, তারপর জান্নাত লাভের সুযোগ বেছে নিন।'

নবিজি বললেন, 'আবু মুওয়াইহিবা, আল্লাহর কসম, আমি আমার রবের সাক্ষাৎ ও জান্নাত লাভের সুযোগই বেছে নিয়েছি।'

এই বলে নবিজি চলে যান। সেদিনই সকালে তার অসুস্থতা দেখা দেয়, যে অসুস্থতায় তিনি রবের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের ছেড়ে বিদায় নেন।[১]

অন্তিম দিনগুলোতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবিদের বেশি বেশি নাসিহা করতেন। দ্বীনের ব্যাপারে নির্দেশনা দিতেন।

মুআজ ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইয়েমেনের শাসক নিযুক্ত করে পাঠাচ্ছিলেন। সেসময় তিনি বিদায় জানাতে তার সঙ্গে কিছুদূর এগিয়ে যান। মুআজ ছিলেন তার বাহনের পিঠে, আর আল্লাহর রাসুল পিছু পিছু পায়ে হেঁটে আসছিলেন। দিচ্ছিলেন বিভিন্ন উপদেশ। একসময় তিনি বললেন, 'মুআজ, হয়তো এ বছরের পর তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না। তুমি হয়তো আমার এই মসজিদ বা কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে। কিন্তু আমায় খুঁজে পাবে না কোথাও।'

প্রাণাধিক প্রিয় নবির মুখে এমন কথা শুনে মুআজ চমকে যান। ডুকরে কেঁদে ওঠেন। বিচ্ছেদ-বেদনায় ভেঙে পড়েন বুকফাটা কান্নায়।[২]

ইরবাজ ইবনু সারিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে সালাত আদায় করলেন। তারপর আমাদের দিকে ফিরে এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দিলেন। তাতে আমাদের চোখ হলো অশ্রুসিক্ত আর হৃদয় হলো বিগলিত। তখন এক লোক বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, এ যেন কারও বিদায়ী ভাষণ! আপনি আমাদের কী কী কাজের নির্দেশনা দিতে চান?'

আল্লাহর রাসুল বললেন, 'আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহভীতির, (আমিরের কথা) শোনার ও আনুগত্য করার। যদিও সেই আমির হয় একজন

---

[১] *দালাইলুন নুবুওয়াহ,* বাইহাকি, নবিজির অসুস্থতা ও ওফাত প্রভৃতি সম্পর্কিত অধ্যায়, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৬২; *মুসনাদুদ দারিমি,* হাদিস নং : ৭৯; হাদিসটির সনদ হাসান।

[২] *মুসনাদু আহমাদ,* আনসারি সাহাবিদের মুসনাদ পরিশিষ্ট, হাদিস নং : ২২০৫৪; *আল-মুজামুল কাবির,* তাবারানি, হাদিস নং : ২৪২; হাদিসটির সনদ হাসান। শাইখ শুআইব আরনাউতের মতে, এর সনদ সহিহ।

হাবশি গোলাম। আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, অচিরেই তারা পরস্পর প্রচুর মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহ আর আমার হিদায়াতপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে, তাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরবে। আর সাবধানে থাকবে নব আবিষ্কার থেকে। কেননা নব আবিষ্কৃত এসব বিষয় হলো বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা।'[১]

'বিদায়ী ভাষণ' কথাটি যেন কোনো এক ইঙ্গিত বহন করে। যেন তিনি ইঙ্গিতে বলছেন নিজের বিদায়ের কথা, যেন সাহাবিদের সহনশীল করে তুলছেন বিদায়ী বার্তা দিয়ে। তিনি চাইছিলেন এক একটি অসিয়ততুল্য কথামালা ও উপদেশ থেকেই তারা বিষয়টি অনুমান করে নিক। ওই সময়টাতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইতেন তার মনোভাব সাহাবিরা বুঝতে পারুক। সেজন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন—যাতে বেশি বেশি সাক্ষাৎ হয় তার সাথে, মজলিসে তারা যাতে হাজির হন নিয়মিত।

আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, একটা সময় আসবে যখন মানুষ আমায় খুঁজে পাবে না এবং আমাকে এক নজর দেখা তখন তাদের কাছে নিজেদের পরিবার-পরিজন এবং সমুদয় সম্পদের চেয়েও প্রিয় হয়ে যাবে।'[২]

ইমাম নববি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এই হাদিসের উদ্দেশ্য ছিল সাহাবিদের উৎসাহিত করা, যেন তারা নবিজির মজলিসে গুরুত্ব সহকারে সবসময় উপস্থিত থাকেন।'[৩]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মিম্বারে বসে সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে পার্থিব ভোগসামগ্রী ও তাঁর কাছে থাকা প্রতিদানের মধ্য থেকে যেকোনো একটি বেছে নিতে বলেছেন। ওই বান্দা আল্লাহর কাছে থাকা প্রতিদানকে বেছে নিয়েছে।'

এই কথা শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। বেদনাহত কণ্ঠে বললেন, 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক!'

আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ওই বান্দা ছিলেন স্বয়ং নবিজি! আর

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ,* সুন্নাহ অধ্যায়, হাদিস নং : ৪৬০৭; *সুনানু ইবনি মাজাহ,* খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাহর অনুসরণ অধ্যায়, হাদিস নং : ৪২; হাদিসটির সনদ হাসান।

[২] *সহিহ মুসলিম,* বিভিন্ন মর্যাদা অধ্যায়, হাদিস নং : ২৩৬৪

[৩] *আল-মিনহাজ ফি শারহি সহিহি মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ,* খণ্ড : ১৫, পৃষ্ঠা : ১৮৮

আবু বকর ছিলেন আমাদের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানী। (তাই তিনি ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ ধরতে পেরেছিলেন।)'[১]

একই কথা আমরা জানতে পারি ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহর কাছ থেকে। তিনি বলেন, 'আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবিজির ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছিলেন। কেননা নবিজি এই কথাটি বলেছেন তার অন্তিম অসুস্থতার সময়ে। এজন্যই তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।'[২]

তারপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহুদ যুদ্ধে শহিদ সাহাবিদের কবর জিয়ারত করতে যান। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আন্তরিকভাবে দুআ করেন। যেন জীবিত ও মৃত সকলকেই বিদায় জানাচ্ছেন তিনি। জিয়ারত শেষে মিম্বারে দাঁড়ালেন নবিজি। বললেন, 'আমি তো তোমাদের অগ্রদূত এবং তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষী। আমার সঙ্গে তোমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎ হবে হাউজে কাউসারে। এখানে দাঁড়িয়েই আমি হাউজে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। তোমরা শিরকে লিপ্ত হবে—এমন ভয় আমি করি না। আমার তো ভয় হয়, তোমরা দুনিয়াতে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়বে!'

উকবা ইবনু আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আল্লাহর রাসুলকে আমার এই দেখাই ছিল শেষবারের মতো দেখা।'[৩]

তারপর নবিজি প্রবেশ করেন তার স্ত্রীদের কক্ষে। শরীরে অসুস্থতার ছাপ তখন স্পষ্ট। তার এই অসুস্থতা শুরু হয় মাইমুনা রাযিয়াল্লাহু আনহার ঘরে। ক্রমেই বাড়তে থাকে তা, একপর্যায়ে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন।[৪][৫]

সে সময়কার কথা আমরা জানতে পারি আসমা বিনতু উমাইস রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছ থেকে। অচেতন স্বামীকে দেখে স্ত্রীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তার মুখের একপাশ দিয়ে ওষুধ ঢেলে সেবন করাবেন। তারা এমনটাই করলেন। যখন নবিজির জ্ঞান ফেরে, জানতে পারেন এভাবে ওষুধ সেবনের কথা। নবিজি জানতেন আবিসিনিয়ায়

---

[১] *সহিহুল বুখারি,* আনসারদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি অধ্যায়, হাদিস নং : ৩৯০৪; *সহিহ মুসলিম,* সাহাবিদের মর্যাদা অধ্যায়, হাদিস নং : ২৩৮২

[২] *ফাতহুল বারি শারহু সহিহিল বুখারি,* ইবনু হাজার, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১২

[৩] *সহিহুল বুখারি,* মাগাযি তথা যুদ্ধ অধ্যায়, হাদিস নং : ৪০৪২; *সহিহ মুসলিম,* বিভিন্ন মর্যাদা অধ্যায়, হাদিস নং : ২২৯৬

[৪] *মুসনাদু আহমাদ,* বিভিন্ন আরব গোত্রের মুসনাদ অধ্যায়, হাদিস নং : ২৭৪৬৯; *সহিহু ইবনি হিব্বান,* হাদিস নং : ৬৫৮৭; হাদিসটির সনদ সহিহ।

[৫] *সহিহ মুসলিম,* সালাত অধ্যায়, হাদিস নং : ৪১৮

শেষ ইমামতি

নবিজির শেষ ইমামতি ছিল মাগরিবের এক সালাতে। অসুস্থ শরীরেই বের হয়েছিলেন তিনি। উম্মুল ফজল বিনতুল হারিস শুনতে পাচ্ছিলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে সুরা মুরসালাত তিলাওয়াত করছেন। দুনিয়া থেকে বিদায়ের আগে এটিই ছিল তার সর্বশেষ ইমামতি। তারপর আর সালাতে ইমামতি করতে সক্ষম হননি তিনি।[১]

ধীরে ধীরে দুর্বল হচ্ছিলেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন সালাতে ইমামতির বিষয়ে।[২] অসুস্থতা যখন খুব বেড়ে গেল, তিনি জানতে চাইলেন লোকেরা সালাত আদায় করে ফেলেছে কি না। আয়িশা-সহ উপস্থিত সবাই জানালেন, তারা নবিজির জন্যই অপেক্ষা করছেন। নবিজি গোসলের পাত্রে তার জন্য পানি রাখার নির্দেশ দিলেন।

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমরা তা-ই করলাম। তিনি গোসল করলেন। তারপর একটু উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর হুঁশ ফিরে পেলে আবার জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, আল্লাহর রাসুল, তারা আপনার অপেক্ষায় আছে।

তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখো। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমরা তা-ই করলাম। তিনি গোসল করলেন। আবার উঠতে চাইলেন, কিন্তু

---

[১] *সহিহুল বুখারি,* মাগাযি তথা যুদ্ধ অধ্যায়, হাদিস নং : ৪৪২৯; *জামিউত তিরমিযি,* সালাত অধ্যায়, হাদিস নং : ৩০৮

[২] নবিজির অবর্তমানে এই মহান দায়িত্ব কাকে অর্পণ করা যায়, সে বিষয়ে ভাবছিলেন তিনি। কেননা বিষয়টির সাথে তার পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি নির্বাচন-সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়তো সম্পৃক্ত আছে।

বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, আল্লাহর রাসুল, তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

তিনি বললেন, আমার জন্য গোসলের পাত্রে পানি রাখো। তারপর তিনি উঠে বসলেন এবং গোসল করলেন। উঠতে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হুঁশ ফিরে পেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, লোকেরা কি সালাত আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, না, আল্লাহর রাসুল, তারা আপনার জন্য অপেক্ষারত।

ওদিকে সাহাবিরা ইশার সালাতের জন্য নবিজির অপেক্ষায় মসজিদে বসে ছিলেন। তিনি তখন সংবাদ পাঠালেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেন সালাতে ইমামতি করেন।

সংবাদবাহক আবু বকরের কাছে গেলেন। জানালেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের নিয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন তাকে। কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন আবু বকর। তাই উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি বললেন, 'আপনি সালাতে ইমামতি করুন।'

উমার ফিরিয়ে দিলেন এই প্রস্তাব। বললেন, 'আপনিই এর অধিক যোগ্য।'

অতঃপর আবু বকরই সেই কয়দিন সালাতে ইমামতি করলেন।[১]

নবিজি যখন ইমামতির জন্য আবু বকরের কথা বললেন, তখন তাকে বলা হলো, 'আবু বকর তো অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি যখন আপনার স্থানে দাঁড়াবেন, তখন সালাতে ইমামতি করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

তাদের আশঙ্কা ছিল, না জানি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু শোকে বেদনায় ভেঙে পড়েন সালাতে।

কিন্তু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও একই নির্দেশ দিলেন। আর উপস্থিত লোকেরাও তাদের আশঙ্কার কথাই বললেন। এবার নবিজি তৃতীয়বারের মতো একই কথা বললেন। সাথে বললেন, 'তোমরা তো দেখি ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে চক্রান্তকারী নারীদের মতো![২] আবু বকরকে নির্দেশ দাও, তিনি যেন সালাতের ইমামতি করেন।'

---

[১] *সহিহুল বুখারি,* আজান অধ্যায়, হাদিস নং : ৬৮৭

[২] অর্থাৎ যেভাবে ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে আজিজে মিসরের স্ত্রী ও অন্য নারীরা চক্রান্ত করেছিল এবং তাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেছিল, তোমরাও দেখছি তাদের মতো চক্রান্তবাজ।